সংবাদ

তারিখ : 4 OCT 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ৬

উন্নয়নে নানা উদ্যোগ

কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়

রেজাউল করিম বাদল

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের নামে ময়মনসিংহের ত্রিশালে তারই স্মৃতিবিজড়িত ঐতিহাসিক নামাপাড়া কটন্যায় প্রতিষ্ঠিত কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে নানা উদ্যোগ নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। দেশের প্রথম ও একমাত্র সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে এটি ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও বর্তমানে এখানে সংস্কৃতি চর্চার সুযোগ তুলনামূলকভাবে কম। বিভিন্ন সমস্যা ও অপ্রতুলতার কারণে শিক্ষার্থীদের নানা দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। তৎপরি বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কিছু কিছু সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নিয়েছে যা শিক্ষার্থীদের আশার সঞ্চার করেছে। মাত্র বিশ একর জায়গা নিয়ে কবির বাল্য স্মৃতি বিজড়িত ত্রিশালের নামাপাড়ায় ১৮৫ জন শিক্ষার্থী নিয়ে ২০০৬-২০০৭ শিক্ষাবর্ষে একাডেমিক যাত্রা শুরু করা এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩ বছরে এখন শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৮৫০ জন। বর্তমানে এখানে ৬টি অনুষদে ৬টি বিভাগ রয়েছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, হিসাব ও তথ্য পদ্ধতি, অর্থনীতি এবং যে লক্ষ্য নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই অন্তর্ভুক্ত সঙ্গীত বিভাগ চালু আছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সূত্রে জানা যায় এ বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা সমস্যার মধ্যে ইতিমধ্যে শিক্ষার্থীদের জন্য কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি স্থাপন করা হয়েছে। বিকল্প বিদ্যুৎ হিসেবে সেন্ট্রাল জেনারেটর চালু করা হয়েছে। শিক্ষার্থী ও শিক্ষক কর্মকর্তাদের যাতায়াতের জন্য বাস সার্ভিস চালু করা হয়েছে। নজরুল জন্মজয়ন্তিসহ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করার জন্য 'গাহি সাম্যের গান' মঞ্চ স্থাপন করা হয়েছে এবং চুরুলিয়া মঞ্চ স্থাপনে কাজ করা হচ্ছে। শুরু থেকেই এই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কৃতিকেন্দ্রিক। শিল্প-সাহিত্য এবং সঙ্গীতবিষয়ক শিক্ষাদানকে গুরুত্ব দেয়া হয়। মূলত এ কারণেই এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬টি বিভাগের একটি সঙ্গীত বিভাগ। পাশাপাশি এখানে নিয়মিত নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। বিশেষ করে নজরুল জন্মজয়ন্তিতে এখানে তিন দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে নজরুলের জীবনের উপর নানা গবেষণা কর্ম তার সাহিত্যচর্চা ও সঙ্গীত জীবন নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা করা হয়। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক চর্চার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে এখানে, যদিও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা মাত্র প্রাথমিক পর্যায়। তারপরও কিছু সীমাবদ্ধতা দূর করা গেলে এটা শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষায় অধিকতর সহায়ক হয়ে উঠবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ গিয়াসউদ্দিন আহমেদ জানান, আমি ২৩ এপ্রিল ২০০৯ তারিখে দায়িত্ব নেয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকগুলো সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নিয়েছি এবং ইতিমধ্যে অনেক সমস্যার সমাধান করেছি। আমরেলা প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে সমস্যা অনেকাংশে কমে যাবে। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ উন্নয়নে বৃক্ষরোপণ ও মৎস্য চাষ কর্মসূচি নেয়া হয়েছে। এতে সবুজ মনোমুগ্ধকর পরিবেশের সৃষ্টি হবে। তিনি আরও জানান, ২০১৫ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ে ২১টি বিভাগ খোলা হবে এবং আরও সুযোগ-সুবিধা বর্ধিত করা হবে। যেখানে একসঙ্গে ৫ হাজার শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করবে। পাশাপাশি শিক্ষার আধুনিকায়নে সময়োপযোগী বিভিন্ন বিভাগ চালু করা হবে। নতুন যেসব বিভাগ চালুর সিদ্ধান্ত রয়েছে তার মধ্যে আছে ফিল্ম এন্ড ড্রামা, ইতিহাস এবং সংস্কৃতি, ফাইন আর্টস, আর্কিটেকচার, সাংবাদিকতা ইত্যাদি। ঢাকা থেকে ১০০ কিলোমিটার ও ময়মনসিংহ শহর থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে ক্যাম্পাসে আরও একটি সমস্যা ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কের ত্রিশাল বাসস্ট্যান্ড থেকে ক্যাম্পাসে প্রবেশের সড়কটি খুবই অপ্রশস্ত সে জন্যই এখানে সবসময় যানজট লেগেই থাকে। এর সমাধান জরুরি।